ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশে তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা এক ধারায় আনা সম্ভব নয়

তবে কাছাকাছি আনার দিকে নজর দিতে হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ঢাকায় বিবিসি বাংলাদেশ সংলাপ

বিবিসি-বাংলাদেশ সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, সাধারণ বাংলা, ইংরেজি এবং ধর্ম দেশে এই তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। এই তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা এক ধারায় আনা সম্ভব নয়। তবে এ তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে কাছাকাছি আনা সম্ভব সেদিকেই সরকারকে নজর দিতে হবে। বক্তারা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা রাখার ফলে দলীয় লোকদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষা বিষয় নিয়ে এ বিশেষ সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম (১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে তিন ধারার (১৬শ পৃঃ পর)

নাহিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আনিসুল হক অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মিথিলা ফারজানা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিতে পারি না। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ধর্মীয় শিক্ষা ঠিক রেখে তাদেরও আধুনিক শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সব শিশু সমমানের শিক্ষার সুযোগ পায়। এর জন্য সমমানের কারিকুলাম প্রয়োজন। ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বাংলাদেশকে জানবে না এটা হতে পারে না। কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে কারিগরি শিক্ষা উপেক্ষিত। এ শিক্ষায় বরাদ্দও কম, শিক্ষার্থীও কম লেখাপড়া করছে। উচ্চশিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যারা সরকারি আইন মানে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার প্রতিবাদ জানায়। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সাথে সমঝোতা করে আইন করা হবে। আইনে তাদের মতামত থাকবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর মৌখিক এবং ৫ নম্বর সার্টিফিকেট মূল্যায়নের জন্য রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নেই বলে তিনি জানান।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এগুলোকে ভেঙ্গে এক করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইংরেজি, বাংলা এবং ধর্ম এই তিন মাধ্যমে লেখাপড়া করে আসছি। এগুলোকে কিভাবে কাছাকাছি আনা যায় সে বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। কর্মমুখী শিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের ম্যানপাওয়ার প্ল্যান নেই। জাতিকে কোনদিকে নিয়ে যাওয়া হবে সে বিষয়ে জাতীয় লক্ষ্য ঠিক করতে পারিনি। মোটামুটি ধারণা নিয়ে চলছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা থাকতে হবে। তবে এতে নম্বর বেশি থাকলে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচয় চলে আসবে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে এমন লোক চাকরি পাবে। এতদিনে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করতে পারিনি বলে তিনি জানান।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, দেশে ১১ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে প্রতিটি স্কুলের শিশুকে কিছু মূল জিনিস শিখতে হবে। এতে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করি না। তিনি বলেন, বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে মৌখিক পরীক্ষায় ৩০ নম্বর ছিল। এর ফলে অযোগ্য প্রভাবশালী ও টাকা পয়সা দিয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেত। এ জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার মৌখিক পরীক্ষায় ৩০ নম্বরের পরিবর্তে ১০ নম্বর চালু করে। তিনি বলেন, মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো হলে প্রভাবশালী ও টাকা পয়সা দিয়ে নিয়োগ পাবার সুযোগ থাকে। উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে গেছে।

আনিসুল হক বলেন, শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে বেসিক ফাউন্ডেশনের দিকে নজর এবং শিক্ষার মানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের চাকরি দেবার ক্ষেত্রে আমরা সন্তুষ্ট নই। শিক্ষার্থীরা প্রাকটিক্যালের চেয়ে থিওরিটিক্যাল বেশি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে ১ শতাংশও ছেলে মেয়ে নেই যারা ভাল ইংরেজি বলতে পারে। এ দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক নিয়োগের পক্ষে মত দেন।